এক-দিবসীয় রাজ্যস্তরীয় আলোচনাসভা

সাহেবধনী সম্প্রদায় : যাদুবিন্দু ও কুবীর গোঁসাই এবং তাঁদের পরম্পরা

২৩ এপ্রিল, ২০২৫ # বেলা সাড়ে এগারোটা
বিদ্যাসাগর সভাগৃহ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাকক্ষ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আয়োজক
লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগিতায়
শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরিমণ্ডল, পূর্ব বর্ধমান

প্রথম বিজ্ঞপ্তি গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ জমাকরণের
নাম নথিভুক্তকরণের শেষ তারিখ: ১৭ এপ্রিল, ২০২৫

এক-দিবসীয় রাজ্যস্তরীয় আলোচনাসভা
সাহেবধনী সম্প্রদায়: যাদুবিন্দু ও কুবীর গোঁসাই এবং তাঁদের পরম্পরা

বিষয়-ভাবনা

বেদ, কোরাণ, গীতা, পুরাণ, ব্রাহ্মণ, মৌলবী, মন্দির, মসজিদ, দেবালয় ইত্যাদি- সবকিছুই নস্যাৎ করতে করতে আঠারো শতকের শেষ দিকে আমাদের এই অপরূপ বাংলায় প্রতিবাদী চেতনার আলোকে নানান লোকধর্ম সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। সাহেবধনী তাদেরই অন্যতম লৌকিক উপধর্ম, যাদের সাধনার মূল কথা হল- **'মানুষ ভজন'**। ধর্মের নামে ভণ্ডামি, শাস্ত্রের নামে পুরোহিত বা মোল্লাতন্ত্র, উপাসনার নামে মন্দির-মসজিদকে বড় করে তোলা, ঈশ্বরের নামে মূর্তি গঠন- এই সবকিছু লৌকিক সাধকেরা মেনে নেননি। ধর্মের ছলে নানা বাহ্য বিষয় থেকে নিষ্ক্রমণের একটা পথ তাঁরা সৃষ্টি করেছিল এই সব লৌকিক ধর্মকে আশ্রয় করে। সাহেবধনী ধর্মমতের মাধ্যমেও সাধারণ মানুষেরা নতুনভাবে বাঁচার অনুশীলন আত্মস্থ করেছিলেন নিঃসন্দেহে।

বিশেষজ্ঞদের মতে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত শালিগ্রাম-দোগাছিয়া গ্রামে সাহেবধনী লোকধর্মের সূচনা ঘটেছিল। বাংলার গৌণ লোকধর্মগুলির মধ্যে সাহেবধনী অন্যতম; যার উৎস ও প্রচার-ভূমি হল নদীয়া-মুর্শিদাবাদ। ১৮৬৮ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত এ-বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' শীর্ষক গ্রন্থে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উৎস শালিগ্রাম ও দোগাছিয়া। কিন্তু দোগাছিয়ার পূর্বপাড়ে চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে এই ধর্মমতের গুরুপাট ও প্রসারভূমি গড়ে উঠেছে। কারণ সাহেবধনী লোকধর্মের অন্যতম প্রবর্তক **দুঃখীরাম পালের** (মতান্তরে মুলিচাঁদ বা মুংলীরাম পাল) বংশধর **চরণ পাল,** যিনি সাহেবধনী সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেন; তিনি দোগাছিয়া থেকে বৃত্তিহুদায় এসে বাস্তু গড়ে তোলেন। তাই সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাহেবধনীদের সাধন-ভজনের মূলকেন্দ্র। প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় বৃত্তিহুদায় বার্ষিক মহোৎসব ও মেলার আয়োজন হয়। **চরণ পালের শিষ্য কুবীর গোঁসাই এবং কুবীরের শিষ্য যাদুবিন্দু গোঁসাই এই সাম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে অনেক গান লিখেছিলেন, যা সারা দেশের বাউল ও ফকিরেরা গেয়ে থাকেন।** হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে এই লোকিক ধর্ম অনুশীলন করে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই কোন জাতিভেদ, নেই বর্ণভেদ; এমনকি উপাস্য দেবতার সুনির্দিষ্ট কোন মূর্তিও নেই। **'দীনদয়াল'** বা **'দীনবন্ধু'** নামে সাধকরা তাঁদের উপাস্যকে সম্বোধন করেন। সাহেবধনী সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান সর্বধর্ম সমন্বয়ী চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির মাবতাবোধে উদ্দীপ্ত। সাহেবধনীর দর্শন সহজ সরল মাটির কাছাকাছি, তাঁদের উপাস্য হল **'মানুষ'**। তাই আমরা তাঁদের গানে মানুষের জয়গান শুনতে পাই এভাবে: **"মানুষ হয়ে মানুষ মানো / মানুষ হয়ে মানুষ জানো / মানুষ হয়ে মানুষ চেনো / মানুষ রতন ধন।"**

উপ-বিষয়

- **লোকধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা**
- **লোকধর্ম ও দার্শনিক চেতনা**
- **লোকধর্ম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি**
- **লোকধর্ম সম্প্রদায় ও সমাজভাবনা**
- **লোকধর্ম অনুশীলন ও লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথা**
- **লোকধর্ম সম্প্রদায় ও সাধন-সঙ্গীত**
- **লোকধর্ম সম্প্রদায় ও প্রতিবাদ-ভাবনা**
- **সাহেবধনী ও অন্যান্য লোকধর্ম সম্প্রদায়: পারস্পরিক তুলনা**
- **সাহেবধনী ও কুবীর গোঁসাই**
- **সাহেবধনী ও যাদুবিন্দু গোঁসাই**
- **কর্তাভজা সম্প্রদায় ও ভাবেরগীত**
- **সাহেবধনী, বাউল, বলাহাড়ি, কর্তাভজা ও মতুয়া: মানবধর্ম-চেতনা**

প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য আহ্বান

ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সমাজকর্মী, লোকসংস্কৃতি অনুরাগীদের আন্তরিকভাবে এই আলোচনাসভায় সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা প্রবন্ধ পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই আলোচনাসভায় ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ও নির্বাচন করতে পারেন।

গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন ব্যতীত শুধুমাত্র এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্তও করা যাবে।

- **প্রবন্ধ প্রেরণ ও নিবন্ধীকরণের পদ্ধতি:**

➢ প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ বাংলা অথবা ইংরেজিতে লিখতে হবে ২৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে (৫-৬ টি মুখ্যশব্দসহ)

➢ **সারসংক্ষেপ জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৭ এপ্রিল, ২০২৫।**

➢ সারসংক্ষেপ WORD ও PDF ফরম্যাটে — রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক এবং ই-মেইল আইডির মাধ্যমে পাঠাতে হবে: ই-মেল Email ID- hodfolklore@klyuniv.ac.in

Registration Link-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEn3nXvw6BvEyFmdcOl6nFeR3RbJp0S6iEIWSjsM4W_P76IA/viewform?usp=header

➢ **সম্পূর্ণ প্রবন্ধ (৩০০০-৪০০০ শব্দ) ২২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের মধ্যে WORD ও PDF ফরম্যাটে জমা দিতে হবে এই ই-মেইল আইডির মাধ্যমে: hodfolklore@klyuniv.ac.in**

➢ ফন্ট ও বিন্যাস:

বাংলা: ফন্ট টাইপ অভ্র কালপুরুষ, বাংলা অ্যাকাডেমি, ফন্ট সাইজ ১৪ পয়েন্ট, সিঙ্গেল স্পেসিং।

ইংরেজি: ফন্ট টাইপ Time New Roman, ফন্ট সাইজ ১২ পয়েন্ট, ডাবল স্পেসিং উইথ জাস্টিফায়েড অ্যালাইনমেন্ট।

➢ সমগ্র আলোচনাসভাটি শুধুমাত্র অফলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।

➢ **নির্বাচিত গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং অংশগ্রহণকারীদের ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের মধ্যে নিবন্ধন/ নথিভুক্ত করতে হবে এই রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কের মাধ্যমে:**
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEn3nXvw6BvEyFmdcOl6nFeR3RbJp0S6iEIWSjsM4W_P76IA/viewform?usp=header

➢ **প্রাপ্ত গবেষণা প্রবন্ধের মধ্যে নির্বাচিত প্রবন্ধ ICSSR-Sponsored ISSN নাম্বার সহ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের 'লোকদর্পণ' (LOKODARPAN) গবেষণা প্রত্রিকায় (Peer-reviewed Bilingual Annual Research Journal on Folklore) প্রকাশ করা হবে।**

- **নিবন্ধীকরণ বাবদ ধার্য মূল্য:**

শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও অন্যান্য: ৫০০/-

গবেষক: ৩০০/-

ছাত্র-ছাত্রী: ২০০/-

নিবন্ধীকরণ বাবদ ধার্য মূল্য জমা দিতে হবে এই ফোন নাম্বার এ: ৯১৬৩১০০৪৮৯ GPay (সঞ্জিত ভক্ত) অথবা এই QR CODE এ :

আমন্ত্রিত অতিথি ও বক্তা

শ্রী স্বপন দেবনাথ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অধ্যাপক (ড.) কল্লোল পাল
উপাচার্য
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা (ড.) সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী
অধ্যক্ষ, কলা ও বাণিজ্য অনুষদ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

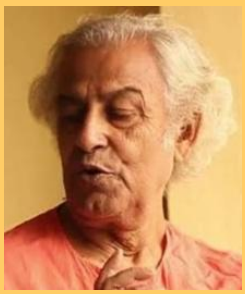

ড.শক্তিনাথ ঝা
প্রাক্তন অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ ও বিশিষ্ট
লোকসংস্কৃতি গবেষক

ড.রতনকুমার নন্দী
সভাপতি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ড.মধু মিত্র
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
বহরমপুর গার্লস কলেজ

শ্রী প্রবীরচন্দ্র পাল
চরণ পালের বংশধর (অষ্টম পুরুষ)
সাহেবধনী সম্প্রদায়

অনুষ্ঠানসূচি

উদ্বোধন পর্ব (১১:৩০ - ১২:৩০) # বিদ্যাসাগর সভাগৃহ, প্রশাসনিক ভবন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়		
১১:৩০ - ১১:৩৫	উদ্বোধন সঙ্গীত	লোকসংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষক
১১:৩৫ - ১১:৪০	আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বলন	শ্রী স্বপন দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অধ্যাপক (ড.) কল্লোল পাল, উপাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ
১১:৪০ - ১১:৪৫	স্বাগত ভাষণ	অধ্যাপক (ড.) সুজয়কুমার মণ্ডল, অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
১১:৪৫ - ১১:৫০	বিষয় পরিচয়	অধ্যাপক (ড.) অধ্যাপক অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
১১:৫০ - ১২:০০	উদ্বোধকের ভাষণ	শ্রী স্বপন দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
১২:০০ - ১২:১০	উপাচার্যের ভাষণ	অধ্যাপক (ড.) কল্লোল পাল, উপাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
১২:১০ - ১২:১৫	কলা ও বাণিজ্য অনুষদের অধ্যক্ষের ভাষণ	অধ্যাপিকা (ড.) সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, কলা ও বাণিজ্য অনুষদ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
১২:১৫ - ১২:২০	আমন্ত্রিত বক্তাদের পরিচয়	অধ্যাপিকা (ড.) কাকলী ধাড়া মণ্ডল, অধ্যাপিকা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
১২:২০ - ১২:৪৫	সূচক ভাষণ	ড.শক্তিনাথ ঝা, প্রাক্তন অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ ও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক
১২:৪৫ - ১২:৫০	ধন্যবাদ জ্ঞাপন	অধ্যাপক (ড.) তপনকুমার বিশ্বাস, অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
চা পানের বিরতি (১২:৫০ - ১:০০)		
প্রথম বিদ্যাতনিক অধিবেশন (১:০০ - ২:০০) # বিদ্যাসাগর সভাগৃহ, প্রশাসনিক ভবন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়		
১:০০ - ১:২০	আমন্ত্রিত বক্তার ভাষণ	ড.রতনকুমার নন্দী, সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক
১:২০ - ১:৪০	আমন্ত্রিত বক্তার ভাষণ	ড.মধু মিত্র, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বহরমপুর গার্লস কলেজ ও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক
১:৪০ -২:০০	আমন্ত্রিত বক্তার ভাষণ	শ্রী প্রবীরচন্দ্র পাল, চরণ পালের বংশধর (অষ্টম পুরুষ), সাহেবধনী সম্প্রদায়
আহারের বিরতি (২:০০ - ২:৩০)		
সমান্তরাল দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিদ্যায়তনিক অধিবেশন (২:৩০ - ৩:৩০) # বিদ্যাসাগর সভাগৃহ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কক্ষ, প্রশাসনিক ভবন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়		
সমান্তরাল চতুর্থ ও পঞ্চম বিদ্যায়তনিক অধিবেশন (৩:৩০ - ৪:৩০) # বিদ্যাসাগর সভাগৃহ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কক্ষ, প্রশাসনিক ভবন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়		
সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও শংসাপত্র প্রদান (৪:৩০ -৫:০০)		
সঞ্চালনা: ড. দেবলীনা দেবনাথ, বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়		

যোগাযোগ: ড. দেবলীনা দেবনাথ, বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (মোবাইল:৯৪৩২৩১০৪৬৫ ও ই-মেইল: hodfolklore@klyuniv.ac.in)

অধ্যাপক (ড.) সুজয়কুমার মণ্ডল, অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (মোবাইল: ৭০০৩৭৭৬৯২৪ ও ই-মেইল: drsujaykmandal@klyuniv.ac.in)